ঋজু ,দাদার বিচ্ছু

- ক্ষৌণীশ মিত্র (Khounish Mitra), নাতি (Grand-son)

শেষ বিচ্ছু দাদা ডাকটা শুনেছিলাম 1/4/2020 সন্ধ্যেবেলা, দাদাকে চা খাওয়াবার সময়। সেইদিনই দাদা বিকেল বেলা চারটার সময় শ্রমজীবী হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল। দাদার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল এক্কেবারে আলাদা। দাদার এই বাড়িতে সবথেকে প্রিয় জায়গা ছিল ছাদ ও ছাদের ঘরটা। আমার ও বাড়ির সব থেকে প্রিয় জায়গা ওটাই। ওখানে আমরা দুজনে দিনের প্রায় পুরোটা সময় থাকতাম। চারতলায় দাদার যাবতীয় সব রকমের জরুরী জিনিস থাকত।একবার আমি, দাদার চারতলায় থাকা তুলোর বাক্স থেকে তুলো নিয়ে সান্তাক্লজ বানিয়েছিলাম। দাদা জানতো না আমি তার বাক্স থেকে তুলো নিয়েছি। প্রথমে যখন জানতে পেরেছিল তখন একটু রাগ করেছিল কিন্তু পরে বলেছিল বিচ্ছু দাদা সান্তাক্লজ টা ভালো বানিয়েছো। দাদার কাছে হয়তো কোনদিন কেউ মার খায়নি বা মার খেলেও আমি জানিনা। কিন্তু আমি দাদার কাছে অনেকবার মার খেয়েছি। সেই মারে অবশ্য আমার লাগতো না কারণ দাদা আমায় জেনে বুঝে আসতেই মারতো। দাদার সঙ্গে থেকে আমি অনেক কিছু কাজ শিখেছি, ইলেক্ট্রিকের কাজ ,কাঠের কাজ ইত্যাদি। দাদা 80-81 বছর বয়সেও টুলের উপরে উঠে কাজ করতো। টুলটা অবশ্য আমিই ধরে থাকতাম। কিন্তু যখন দাদার বয়স একটু বাড়লো তখন ব্যাপারটা উল্টে গেল,মানে তখন আমি টুলে উঠে কাজ করতাম আর দাদা টুলটা ধরে থাকতো। আরেকটা কথা যেটা আমার এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়ে সেটা হলো আমি যখন পরীক্ষায় কম নম্বর পেতাম তখন বাড়ির সবাই প্রায় আমাকে বকা দিত। কিন্তু দাদা আমাকে কোন বকাবকি করত না। দাদা বলত বিচ্ছু দাদা এবার ভালো হয়নি পরের বার হবে, আমি জানি তুমি পারবে। দাদার খুব কবিতা পড়ার শখ ছিল। সারাক্ষণই দেখতাম কবিতা মুখস্থ বলছে। একটা ঘটনা দাদা আমায় অনেকবার বলেছে। এই ঘটনাটা দাদার বাল্য জীবনের ঘটনা। তখন দাদার স্কুলে পরীক্ষা চলছিল। দাদা কোনদিনই কোন পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষা দিতে যেত না। দাদা যে কোন বিষয়েরই বইটা ভালো করে পড়ে পরীক্ষা দিতে যেত। দাদা বাংলা পরীক্ষাতে একটা প্রশ্নের উত্তর নিজে বানিয়ে লিখে এসেছিল। আর দাদার বন্ধু ছিল বলরাম যে ছিল ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সেই বলরাম ওই প্রশ্নের উত্তরটা পুরো মুখস্থ লিখেছিল তার পরীক্ষার খাতায়।খাতা বেরোনোর দিন দাদা পেয়েছিল বলরাম এর থেকে বেশি নম্বর। বলরাম তখন দাদার খাতাটাতে দেখে ওই প্রশ্নটার উত্তর লাল কালিতে ভর্তি ছিল কিন্তু তার একটাও লাল কালি ছিল না উত্তরে। তবু দাদা কে কেন শিক্ষক

বেশি নম্বর দিয়েছিল বলরামের দাদুর তা মাথায় ঢোকেনি। পরে যখন বলরাম তাদের শিক্ষককে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল তখন তিনি বলেছিলেন ও তুই বুঝবি না কেন আমি বলদেব কে বেশি নম্বর দিয়েছি। দাদা এখন আর এই পৃথিবীতে নেই। কিন্তু আমি যখন এখনো চারতলায় উঠি তখন মনে হয় দাদা ওখানেই আছে। আমি আমার এই প্রিয় দাদা যাঁকে আমি কেবি দাদা বলতাম, তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

বিষ্ণুর প্রণাম।